AKASHVANI(AIR)
RNU:KOLKATA
BengaliText Bulletin

Date 04-01-2026 **Time: 1.40 P.M.**

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মন্ডভিয়া বলেছেন, নতুন শ্রম কোড চালু হলে চা শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, ন্যুনতম মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা মিলবে।

২) মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আগামীকাল সোমবার একাধিক কর্মসূচী নিয়ে গঙ্গাসাগর যাচ্ছেন।

৩) নির্বাচন কমিশন আগামীকাল থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাপ্তাহিক রিপোর্ট দিতে সব জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছে।

৪) রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় প্রবল ঠান্ডা অব্যাহত রয়েছে।

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মনভিয়া বলেছেন, নতুন শ্রম কোড চালু হলে চা শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, ন্যুনতম মজুরী ও অন্যান্য সুবিধা মিলবে। আজ শিলিগুড়িতে ভারতীয় চা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডক্টর মান্ডভিয়া চারটি শ্রম কোডের সুফল নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

বাইট

অনুষ্ঠানে দার্জিলিং-এর সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার, শ্রমিক কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করলেও রাজ্য সরকারের হাতেই চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগামীকাল একাধিক কর্মসূচী নিয়ে গঙ্গাসাগরে আসছেন । ওইদিন দুপুরে দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গঙ্গাসাগর থেকেই বহু প্রতীক্ষিত সাগর সেতুর শিলান্যাস করবেন তিনি। গঙ্গাসাগরের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের হাতে পরিষেবা তুলে দেবেন তিনি। সফরের অংশ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দেবেন এবং সেখানকার মহন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়াও স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে তাঁর যাওয়ার কথা আছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে গঙ্গাসাগর মেলা চত্বরজুড়ে সাজো সাজো রব। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে গঙ্গাসাগরে আসবেন, সে কারণে বিশেষ হেলিপ্যাড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সফর শেষে মঙ্গলবার তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা।

উল্লেখ্য, আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে এবারের গঙ্গাসাগর মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ার কথা।

আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে, শিয়ালদা থেকে নামখানা ও কাকদ্বীপ যাওয়ার ট্রেনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হচ্ছে। আগামী ১০ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫৬ টি ট্রেন চালানো হবে, যা এর আগের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশী।

শিয়ালদা DRM রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন, অন্যান্য বছর ছ'দিন বিশেষ পরিষেবা চালু থাকলেও, এবার সাত দিনই তা' মিলবে।

(বাইট- DRM রাজীব)

একইসঙ্গে, যাত্রী সচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে বিশেষ লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরবেন, তারা MUTS অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটতে পারবেন। ১৫ ও ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এই ট্রেন ছাড়বে। এছাড়াও খোলা হবে 'হেল্প ডেস্ক' ও 'মেডিকেল ডেস্ক'। অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থাও থাকছে। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখতে পূর্বে তুলনায় বেশি সংখ্যক RPF নিয়োগ করা হবে।

মালদায় ২০১৭ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণের সরকারি অর্থ বণ্টনে বিপুল অনিয়মের অভিযোগ তুলে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল- ক্যাগের কলকাতা হাইকোর্টে জমা করা রিপোর্টকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উচ্চ আদালতে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে পেশ করা ছয়শো আটাত্তর পাতার ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি পূণনির্মানের খাতে সাঁইত্রিশ কোটি টাকার বেশি অর্থ বণ্টনে গুরুতর দুর্নীতি হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ, মোট অনিয়মের অঙ্ক পঞ্চাশ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই রিপোর্ট সামনে আসতেই রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। বিজেপির এরাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অমিত মালভিয় অভিযোগ করেন, অস্তিত্বহীন বা ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন পাকা বাড়ির নামেও সরকারি টাকা তোলা হয়েছে। গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণের অর্থ পরিকল্পিতভাবে লুট করা হয়েছে, আর প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা বঞ্চিত হয়েছেন।

এদিকে গত সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র দেবজিত সরকার অভিযোগ করেন, একই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিকবার অর্থ পাঠানো হয়েছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি অ্যাকাউন্টে চল্লিশেরও বেশি বার টাকা জমা পড়েছে।

(বাইট – দেবজিত)

রাজ্যপাল ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি রিপোর্ট কার্ড তৈরি করেছেন। লোকভবন সূত্রে জানা গেছে, শান্তি, সুদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিকশিত বাংলার রূপরেখা শীর্ষক এই রিপোর্ট কার্ড তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মূর হাতে তুলে দিয়েছেন। রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে মানুষের আশা-আকাঙ্খার সরেজমিনে উপলব্ধি করে এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে বলে রাজ্যপাল জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী টিবিমুক্ত ভারত অভিযান প্রকল্পের আওতায় নদীয়া জেলায় এক অনন্য মানবিক উদ্যোগের নজির গড়েছে। তেহট্ট–১ নম্বর ব্লকের নাজিরপুর গ্রামীণ হাসপাতালের দুই কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট নুরজাহান বেগম ও মৌসুমী বিশ্বাস ভিন্ন সম্প্রদায়ের দু'জন যক্ষ্মা রোগীকে ছয় মাসের জন্য 'নিক্ষয় মিত্র' হিসেবে দত্তক নিয়েছেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তেহট্ট মহকুমার সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. বাপ্পা ঢালী ও হাসপাতালের আধিকারিক ডা. নিরঞ্জন রায়। ডা. ঢালী বলেন, পুষ্টিজনিত রোগ মোকাবিলায় সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

২০২৫ সালের মধ্যে ভারত সম্পর্কে সারা বিশ্বের চিন্তাভাবনা পরিবর্তিত হয়েছে। নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। একটি প্রতিবেদন –

(ভয়েসকাস্ট – কাশফিন)

নির্বাচন কমিশন আগামীকাল থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাপ্তাহিক রিপোর্ট নেবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে গতকাল এই মর্মে সমস্ত জেলা শাসকের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, আগামীকাল পাঁচই জানুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহে জেলা শাসকেরা আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পাঠাবেন। সেখান থেকে সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে নির্বাচন কমিশন এর কাছে। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেই এই রিপোর্ট তলব বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, ভোটের আগে নজরদারি আরও শক্ত করতে ইতিমধ্যেই পঁচিশটি নোডাল এজেন্সি নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী সোমবার থেকেই তারা কাজ শুরু করবে। প্রতিটি জেলায় জেলা শাসকের নেতৃত্বে আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা এই নোডাল এজেন্সিগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখাই এই কমিটির দায়িত্ব।

রোল অবজারভার সি মুরুগানের পরিদর্শনের সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে বিক্ষোভ ও কাজে বাধাদানের ঘটনায় রাজ্য পুলিশের DG-র কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক রাজীব কুমারকে আগামী মঙ্গলবার ছয়ই জানুয়ারি বিকেল পাঁচটার মধ্যে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট

জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশকে রোল অবজার্ভারের সফরের বিষয়ে আগাম জানানো সত্ত্বেও কেন তিনি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পেলেন না, সেই প্রশ্নেরও স্পষ্ট জবাব চাওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যে সব সংবেদনশীল এলাকায় রোল অবজারভার বা বিশেষ রোল অবজারভাররা পরিদর্শনে যাবেন, সেখানে অবশ্যই পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতে হবে একজন সিনিয়র পুলিশ আধিকারিককে।

কলকাতার কাছে বাঘাযতীনের বিদ্যাসাগর কলোনিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী পারুল মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রায় ৮০ বছরের পুরনো তেঁতুল গাছ রেখেই নির্মাণ কাজ হবে বলে প্রোমোটার আশ্বাস দেওয়াতে কিছুটা নিশ্চিত হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। পরাধীন ভারতে অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং টিটাগর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া পারুল মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতার পর বিদ্যাসাগর কলোনিতেই থাকতেন। ১৯৯০ সালে প্রয়াত হন তিনি। গতবছর তাঁর বাড়ির উঠোনে প্রাচীন এই গাছ কেটে ওই বাড়িতে নির্মাণ কাজ হওয়ার কথা শুরু হয়। এরপরই এলাকার কিছু মানুষ এগিয়ে আসেন। শুরু হয় গাছটি রক্ষা করার জন্য লড়াই।

পরিবেশ কর্মী ও পরিচালক **দেবলীনা মজুমদার জানান,** গতকাল বনদপ্তর এর কর্মীরা এসে প্রোমোটারের সঙ্গে কথা বলেছেন ।

বাইট-**দেবলীনা মজুমদার**

মুর্শিদাবাদের লালগোলায় শুক্রবার গভীর রাতে বাংলাদেশে গোরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে ধরা পড়েছে এক পাচারকারী। ধৃত ইসমাইল শেখের বাড়ি লালগোলা থানার রাধাকৃষ্ণপুরে। জানা গিয়েছে, ওইদিন কিছু পাচারকারী লালগোলার তারানগর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচারের পরিকল্পনা করেছিল। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বিএসএফ অভিযান চালিয়ে একটি গোরু সহ ওই পাচারকারীকে আটক করে। পরে তাকে লালগোলা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভগবানগোলার এসডিপিও বিমান হালদার বলেন,বিএসএফের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গে কোথাও কোথাও তাপমাত্রার পারদ কিছুটা বাড়লেও উত্তরের পাহাড়ি এলাকায় এখন হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা।

দার্জিলিং পাহাড়ি এলাকায় আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে কম। এই মরশুমে এ পর্যন্ত এটিই ওই এলাকার সব থেকে কম তাপমাত্রা। দার্জিলিং জেলাতেও আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৬° সেলসিয়াস।

এদিকে দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় ন্যূনতম তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি বেড়েছে । দক্ষিণবঙ্গে আজকের সবচেয়ে কম সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে কৃষ্ণনগরের ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দু ডিগ্রি কম।

উত্তরবঙ্গে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাজিআনে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মালদা জেলায় আজ সকালে ঘন কুয়াশা ছিল। কলকাতা সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব মেদিনীপুর কোচবিহার দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ছিল হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা।

---------- ----------